সূচীপত্র।

স্ত্রী-ভূষণ বিসম্বাদ।

নেড়ার সুর। তাল খেমটা।

হায়! নারীর অলঙ্কার কি মজার জিনিষ তাই শুনি।
ছেপরা নাকি কোটর চকি পেচা মুখি যে ধনি।
পরিলে গয়না মন্দ হয় না দেখায় ভাল রূপখানি।
স্তন ঝোলা কোমর হেলা কত গুলি রমণী।
হলেও বৃদ্ধ যুবা সদ্য গয়না পরে যখনি।
কালো কোলো বেঁটে গুলো মাজা মোটা রমণী।
গয়না পরি হয় সে ভারি সুন্দরির একখানি।
ঈশ্বরচন্দ্র বলে মন্দ কথা নয়কো এগুলি,
পরিলে গয়না, ভাল হয়না অতি বৃদ্ধা যে গুলি।

চুটকি চমকে সব পদাঙ্গুলি দলে। ঠমক দেখিয়ে পলক নয়নে না মেলে। তাকে দেখে পাঁইজোর জোর করে বলে। তুইরে চুটকি কি রে আমার কাছে বলে। তুই থেকে কামিনীর শোভা কোথা পায়। আমি না থাকিলে শোভা পায় কিরে পায়। আমার অভাবে ভেবে দেখ দেখি তুই। একাকী শোভিতে পদে পেরে থাকিস্ তুই। তখন গুমর করে বলিছে

গুজরি। পাঁইজোর দেখি তোর বড় জারি জুরি। তোর উপরে বসে আছি দেখ না চাহিয়ে। এত অহঙ্কার তোর কিসের লাগিয়ে। তোমার শোভায় কি কামিনীর শোভা পায়। এ কথাটি একদিন আমায় শোভা পায়। তখন পঞ্চম স্বরে কহিছে পঞ্চম। দেখিরে গুজরি তুই বড়ই অধম। জানিস না যে তোর উপরে রহিয়াছি আমি। কিসের অহঙ্কার তোর বল দেখি শুনি। প্রমুখ মুখর তুই বড়ই নির্লজ্জ। তাইতে যুবতী-কালে করে তোরে তেজ্য। শুনিয়ে গর্জ্জিয়ে উঠে গুজরি তখন। পঞ্চম হয়েছ কিহে আজ পঞ্চানন। এত সাধ্য মোর কাছে করিস্ তুই জারি। বসে আছিস যেন হয়ে কুলের অধিকারী। যুবতী জনের ত্যজ্য যখন হই আমি। থাকিতে কি সেই পদে সক্ত হও তুমি। গোলমাল শুনে মল আইল তখন। চার গাছি ডায়মন কাটা অতি সুগঠন। বলে তোরা গোল করে আর কেন মরিস্। মোর অধিকার হলো থাকিতে কি সব পারিস। পাঁইজোর গুজরি পঞ্চম চুটকি আদি। ইহাদের বিবাদ সাঙ্গ হলো এই অবধি।

মলের হলো অধিকার, কার সাধ্য থাকে আর, গুজরি আদি অলঙ্কার, অবেভার্জ্য হলো। ষোড়শি হইলে পরে গুজরি আদি অলঙ্কারে সকলেরই ত্যাগ করা ভাল। মলের শুনি মলশব্দ, শুনিলে সকলে স্তব্ধ, যুবা বৃদ্ধ আদি যত জন। হইলে কুৎসিত নারী, মল পরিলে দেখায় ভারি, সুন্দরীর মধ্যে তিনি হন। মল বলে সব অলঙ্কার, আমার তুল্য তোরা কি আর, শোভা কত্তে

পারিস্ রে যুবতী। আমি না থাকি যার পায়, অলঙ্কার সর্ব্বগায়, থাকিলেও না শোভা পায়, দেখায়রে কুৎসিতি॥ মলের শুনে জোর জার, রেগে উঠিল চন্দ্রহার, মররে বেটা নচ্ছার তুইত অধম অতি। মেয়ে মানুষের পায়ে থাকিস্ ছোট মুখে বড় কহিস্, লক্ষিছাড়ার মাথা বড় আছে এই খ্যাতি॥ যেমন বক্র তেমন গড়ন, আমলো তোর মুখে আগুণ, কোন মুখে তুই বলিস্ আমি বড়। আমি থাকি কোমরে, আমার কাছে আসে কে রে, কষ্ট করে এলে পরে, হয় সে জড় সড়॥ তর্কবাগিশ তর্কচুড়, দেখিলে হন জড় সড়, নিতম্ব দেশেতে থাকি যখন। নামটি আমার চন্দ্রহার, 'সেইখানে দি কত বাহার, দেখিলে লোকের দফাসার হয়ে যায় তখন॥ হেসে তখন বলে মল, ছার চন্দ্রহার আপন বল, আজকাল তোর বলাবল করা আর রে মিছে। ছিলে এক দিন চন্দ্রহার, আজ কাল আর তোমায় ব্যভার, করে না সব গোট পরে ফেলেছে॥ এই কথা বলিবা মাত্র ফুলে উঠিল গোটের গাত্র, বলে কেরে আছে অত্র, তুল্য আমার কাছে। শোন বলি রে চন্দ্রহার, নাইকো তোর আর ব্যবহার, এখন কোমরে অধিকার, আমার হয়েছে॥ কি নবীনা, কি প্রবীনা সকল কোটীতেই আমি মান্যা, হয়েছি ইদানি। সব কোমরেই বাহার দি, আমার তুল্য তুইরে কি, সব কোমরে থাকৃতে পার শুনি॥

চাবিশিকলীর উক্তি।

শুনে এদের বলাবলি, হেসে উঠিল চাবিশিকলী, বলে বেটারা কি বল্লি, আমি আছি হেথা। আছি বস্ত্রের অন্ত-রালে, হলো না না বার হলে, বেরিয়ে যেয়ে খাই বেটাদের মাথা॥ বলি শোন দেখিরে গোট তোরা, কেন মরিস্ করে ঝগড়া, আকড়া করে বসে গেছিস ভারি। আমি তোদের জানি হদ্দ, করে দিব এম্নি জব্দ, ভেঙ্গে যাবে সকল জারিজুরি॥ ছোট হয়ে বড় হস্, মুখ সাম্‌লে কথা কস্, দেখিস্ নাই কি আমাকে এখানে। আমি অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ, বল দেখিরে কে, বলিষ্ঠ, হতে পারিস্ আমি বর্ত্তমানে॥ যে স্থানেতে আমি থাকি বল দেখি সে স্থানটা কি, থাকতে কি পারিস্ তোরা সেথা। সেখানে আমার কত মান, যখন হই দোদুল্যমান, দেখে লোকের ঘুরে যায় মাথা॥ চাবিশিকলীর শুনে রব, যত রূপার গহনা সব, নীরব হইয়ে অম্নি রইল। স্ত্রীভূষণ বিসম্বাদ, যা ইল অনুবাদ, রূপার গহনার বিবাদ, এইখানেতে মিটিল।

সোনার গোটের উক্তি।

সোনার গোট, বলে এক চোট, বলিতে এদের হ'ল। না বলিলে বড় বাড় বেড়ে এরা গেল॥ যদি বল আমাদিগে

কিছু বলে নাই। কিন্তু সোনার কাছে উচিত নয়কো রূপার বড়াই ॥ কোন গুণে আমাদের কাছে বড় হতে চায়। ওর বিশ গুণেতে এক গুণ মোরা তবু খাট নয় ॥ চাবিশিকলী বলিস্ আমি থাকি বড় স্থানে। ও স্থানটা কুস্থান তা সকল লোকেই জানে ॥ যেমন পাত্র তেমন তত্র থাকি যার স্থান ॥ সময় অনুসারে পড়ে কত ধাকা খান ॥ লুকিয়ে এসে উকিয়ে উঠে বলিস্ কত কথা। জানিস না যে সোনার গোট আমি আছি হেথা ॥ অতএব রূপচাঁদ তোদের বলিব কি আর ভাই। ভাগ্যমন্ত লোকে তোদের গয়না গড়ায় নাই ॥ ঘটী বাটী গড়িয়ে তোদের করিছে বেভার ॥ হাতে গায়ে পরে না কেও গড়িয়ে অলঙ্কার ॥ ছোট লোকের কাছে মান এখন তোদের আছে। লোহা তাবিজ পৈঁচা রূপার এখন পরিছে ॥ সোনার গোটের সঙ্গে বিবাদ রূপার গয়নার হ'ল। তা দেখে সাতনল রাগে কাঁপিয়া উঠিল ॥

সাতনলের উক্তি।

বলবো কি আর, বলিবার নয়, গোটরে সোনার। যেমন কুকুর তেমন মুগুর হইল তোমার ॥ মানির ঘরে জন্মে চাই রাখা মান বজায়। রাখিলে না আপনার মান রাখে কে

কোথায়। সোনা হয়ে রূপার সঙ্গে দন্দ্ব কি তোর ভাল্লো। দেবাসুরে দ্বন্দ্ব করে দেবতার মান গেল ॥ খুড়িয়ে ওদের কাছে তুমি হতে চাও বড়। এদশা না হলে মেয়েদের পাছায় ঝুলে মর ॥ সঙ্গদোষে সর্ব্ব নষ্ট বলে সকলেতে। চোরের সঙ্গে থাকিলে চুরি করে সর্ব্বজেতে। ভংসনা করিয়া বহু সাতনল বলিল। তা শুনে সোনার গোট রাগিয়ে উঠিল ॥

সোনার গোটের পুনরুক্তি।

শুনিয়ে সাতনলের কথা, সোনার গোটের মর্ম্মে ব্যথা, পেয়ে কথা কহিতে লাগিল। আমি থাকি কোমরে, কি বলিব সাতনল তোরে, মধ্যস্থানি আমার কাছে করা কি তোর ভাল ॥ তোর পোঁদে করে ছিদ্র, তার ভিতরে দিয়ে সূত্র, গাঁথিয়ে করেছে সাতনল। কি গুণে তুই বড় হস নবাব জাদার বেটা নস আমায় কটু বলিস্ রে বর্ব্বর ॥ একে তোর দেহ ক্ষুদ্র, তাতে আবার সছিদ্র, কিসে ভদ্র হলি তুই শুনি।

তুই না থাকিস্ যার গলে, তার গলে হার দুলীলে, তাতে কি রে শোভা পায় না ধনী। আমি না থাকিলে পরে, আমার শোভা আর কে করে, শীঘ্র করে বল দেখি রে শুনি। তুই এক দিন হতে পারতিস্, আমার শোভা করতে পারতিস্, যদি থাকত তোতে খামি খানি। হেঁসোহার তারাহার হার হয়েচে

কত প্রকার এখন গলায় ব্যবহার তাদেরি ত করে। ছোট হয়ে বড় হওয়া, উচিত নয়রে বেহায়া, হায়া পিত্ত সকলি তোর গেছে একেবারে ॥ মান বাঁচিয়ে থাকা ভার, নূতন ২ গহনার, যে রকম হয়েছে কারখানা। তাই ভেবে সর্ব্বদা, মধ্য আমার হল ছেদা, পাকা পোঁদা তার বুঝি জান না॥ তোর একরূপ মান গেছে, সকলেইত হার পরেছে, আর গর্ব্ব করা মিছে তোর। খুড়িয়ে বড় হতে হলে, অগ্নি যাবি রসাতলে, জড় সড় হয়ে অগ্নি মরবিরে বর্ব্বর। শুনে সোনার গোটের ব্যাঙ্গ, সাতনরের জ্বলিছে অঙ্গ, বলে রঙ্গ দেখায় নাক ভাল। আমার বল অতি ক্ষুদ্র, তুমি হয়েছ অতি ভদ্র, তাই মেয়েদের পাছায় পড়ে ঝোল॥

সাতনলের পুনোরুক্তি।

বক্ষ পরে কুচ গিরি, আমি থাকি তার উপরি, মোর উপরি কে আছে বল শুনি। বল্লে মানি মান হয় না, লোকে না কল্লে বর্ণণা, নিজ গুণ গরিমা তোর কোথায় নাই রে জানি॥

আমাকে করে সমাদর, যুবতী রাখে বক্ষোপর, আমা ভিন্ন তার উপর কেও কি থাক্‌তে পারে। আমার আভায় কত

শোভা, যুবতীর যৌবনের প্রভা, আমি ভিন্ন বল দেখি কে করে।

ধুকধুকির উক্তি।

শুনে এদের বকাবকি, বল্‌ছে তখন ধুকধুকি, আমরা থাকি করিছি কি তা বল। তোদের শোভায় শোভা পায়, যুবতীর সর্ব্ব গায়, আমাদের কি ধামা ধরাই হল॥ নামটি আমার ধুকধুকি, দেখিতে আমায় ছোট নাকি, তাইতে আমার ব্যাখ্যা তো কর না। আমি না থাকিলে পরে, নেড়া কয় তোয় সাত-নররে, ভেড়ের ভেড়ে তা বুঝি জান না॥ যেমন নাক বিহনে, মুখের গতি, ছেলে বিহনে হয় পুয়াতি, লোম বিহনে দেখায় যেমন ভেড়া। একা কি তোরে মানায়, আমারই শোভায় শোভা পায়, আমা বিহনে তুই হয়ে যাস নেড়া॥ বলিছে তখন সাত-নরি, ধুকধুকি তোর বাহার ভারি, বলিহারি দেয় রে তোর সকলে। তুইরে আমার প্রীয়পাত্র, ঠিক হয়েছ পুষ্যপুত্র তাই তোমারে গেঁথে রেখেছি গলে॥

হেঁসোহারের উক্তি।

হার বলে সাতনর তোর কি এই দশাটা হলো। নীচের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে মান টুকু সব গেল॥

সোনার গোট বটে, কৈ তোর সোনা মানটা আছে। রূপার সঙ্গে থেকে তুল্যমান হয়ে পড়েছে॥ চিরকাল শাস্ত্রে এই আছয়ে প্রচার। নাভির উর্দ্ধে কত্তে বিধি সোনা ব্যবহার॥ সোনার গোট হয়ে যখন নাভির নীচে আছে। ওর সঙ্গে দ্বন্দ্ব তোর কি উচিত হয়েছে॥ আপন মান বিসর্জ্জন দিয়ে যেমন গেছ। নীচের হাতেতে তেমনি অপমান হয়েছ॥ ভদ্র কুলে জন্মে যদি নীচে হয় প্রবৃত্তি। কার সাধ্য কর্‌তে পারে তাহারে নিবৃত্তি॥ ওর যখন হয়ে গেছে নীচের সঙ্গে স্থিতি। তখন কি তুই করিতে পারিস্ ওরে উর্দ্ধ গতি॥ যার যখন নাই থাকে দেবতার প্রতি ভক্তি। তার কখন হয়ে থাকে শাস্ত্রমতে মুক্তি॥ বড় বংশে জন্মে হলে চুরিতে আশক্তি। চোর বই কে কয়ে তারে সাধু বলে উক্তি॥ সোনা হয়ে হলো যখন গোটের আকৃতি। রূপা, সোনা গোট নামে হয়েছে ওর খ্যাতি॥ ওর কাছে তোর যখন হয়েছে রে শাস্তি। আমাদের সঙ্গে তোর হবে না সম্প্রতি॥ এই প্রকার হেঁসোহার কৈল তিরস্কার। অপমানে স্তব্ধ হয়ে রহিল সাতনর॥

তারাহারের উক্তি।

তারাহার রাগে আর রহিতে নারিল। বলে হেঁসো হার আবার কোথা হতে এল॥

মানির বেটা মান পেয়েছ দেখতে পাই যে বড়! একনর হয়ে সাতনরকে ভর্ৎসনা যে কর॥ আমি থাকতে তুমি মরতে কেন এলে হেথা। শুনিয়ে দিব গোটা দু চার নগদ২ কথা॥ আছি হেথা বর্ত্তমান আমি তারাহার। ঝক মেরে যায় তারা দেখে আমারি বাহার॥ হাসিতে কেন হেঁসোহার এলি রে এখানে। হাসি কি তোর শোভা পায় আমি বর্ত্তমানে। বল দেখি রে হেঁসোহার, হেঁসোই তো এক প্রকার, হার হলি কেমনে। খাই দুচার তার জড়ালেই হার বলে কেউ গণে॥ হলেও হয় না হলেও নয় আছে একটি ধার্য্য। পরিতে হয় পরায় নয় তেমনি তুই বেভার্য্য॥ তাই বলি রে হেঁসোহার তোর শোভা কি আছে। শেকরা বেটা নেকরা করে তোরে তাই গড়েছে। হেঁসোহার কিছু আর উত্তর না করিল। হাঁসি মুখটি বুজে অমনি চুপ করে রহিল॥

হেলেহারের উক্তি।

হেলেহার বলে ব্যাপার দেখ্‌ছি বসে ভাল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারাহার যে বড়ই বেড়ে গেল॥ বলে ওহে তারাহার এ কি

শুনিতে পাই। বড় বড় লম্বা কথা কচ্চো যে হে ভাই॥ দেখচো বসে আছি আমি তারের মধ্যে হেলে। ছোট বড় সকলেতে পরে আমায় গলে॥ গ্রামে নূতন বস বাস কেহ যদি করে। বনিয়াদির চেয়ে মান্য সে কি হতে পারে॥

সকলকে মানায়ে সেই যদি থাকতে পারে। ক্রমে ক্রমে মান্য হয় সে বহু দিনান্তরে॥ মান্যর মত ব্যক্তি বট তুমি তারা-হার। সব জায়গায় সমান মান দেখি কই তোমার॥ ঘরে মানে না বাইরে মোড়ল আছে যে প্রকার। সেই মত মান্য তোমার দেখ্‌চি তারাহার॥ আমার বল চিরকাল সমান রয়েছে আমার কাছে বেশী বাড় বাড়্‌তে কে পেরেছে॥ আর একটা কথা তোমায় বলি শোন ভাই। দমারে নির্দ্দম করে দিয়াছি রে ভাই॥ সে অমনি নূতন এসে বড়ই বেড়েছিল। দাবড়ি খেয়ে হাবড়ে পড়ে অম্নি চলে গেল॥ দড়া একটা মোড়া খেয়ে অমনি পড়ে আছে। কামরাঙ্গা রাগ শুনে পলাইয়া গিয়াছে॥ গোটহার তিরস্কার খেয়েছে সে বড়। এক দেশেতে পড়ে আছে হয়ে জড় সড়॥ আমার কাছে বানি বুনি খাটবে নাকো কার। চুপটি করে থাক পড়ে ওরে তারাহার॥ হেলেহার এই প্রকার কহিতে লাগিল। চিক তখন চীৎকার করে উঠিয়া পড়িল॥

চিকের উক্তি।

বলে ওরে হেলেহার, বলিছ তুমি যে প্রকার, দেশশুদ্ধ অধি-কার, তোমারি কেবল। দেশে আর কেও নাই রাজা, স সাগরা তোমার প্রজা, অলঙ্কারের মধ্যে রাজা, তুমিই যে প্রবল॥

হাতে গায় পায় মাথায়, তুমিই থাক সর্ব্ব গায়, আমাদের আর কেবা চায়, তুমিই হলে হল। বল দেখি ভাই কেমন করে, কোলের কাপড়ের ভিতরে, চাবিশিকলী হয়ে তুমি ঝোল। যদি বল তা হতে পারি, কমল অঙ্গ তো আমারি, ঝুলিয়ে দিলে হবে। তাগা পঁইচে আদি করি, তাবিজ নত ঝুমকো ঢেড়ী, বল দেখি রে কেমন করি মাকড়ি গুলি হবে॥ আর একবার হেলেহার, সেজেছিলে গোঁপহার, আমার অধিকার নিয়াছিলে তুমি। আমি যেই শক্ত ছেলে, তাই তোমারে ঠেলে ফেলে, পুনঃ অধিকার করে ফেল্লাম আমি॥ তাই বলিরে হেলেহার, আমার তুল্য গলায় বাহার, দিতে কি পারিস সাধ্য আছে। আমার যে সব ডায়মন, করে লোকের মন হরণ, বল দেখি রে তার মতন হোতে কেউ পেরেছে॥

মাকড়ির উক্তি।

শুনিয়ে চিকের কথা, মাকড়ী অমি নেড়ে মাথা, বলে হেথা আমি রয়েছি কাণে। ছি ছি বলি ওরে চিক, শোন বলি যা আমি ঠিক, অধিক বড়াই করিস্ না এখানে॥ ঢেড়ী ঝুমক কর্ণ-ফুল, সব হয়েচে নির্ম্মূল, ব্যাকুল হয়ে গেছে দেশান্তর। আমার এখানে আসিবার, যো নাইরে আর কাহার, বলিব কি আর তোমারে বিস্তর॥ আমি মাকড়ী অনেক রকমটা, কপিপাতা ডায়মনকাটা, আর একটা হই শসাবিচি। হই আমরা রকম

রকম, যার মন যে রকম, সেই রকম আমিই হতেছি॥ তখন কপিশাতা বলছে সার, আমি থাকি কাণে যার, সাটমত কাণ ঘেরা। সে নারীর দর্প কত, ভূমে পদার্পণ করে না ত, পৃথিবাটে দেখেন যেন সরা॥ ড্রায়মনকাটা বলে আমরা, থাকি যার কাণ ঘেরা, অন্য অলঙ্কার পরা আবশ্যক নাই তার। সেই নারীর মুখ পানে, দেখে তার স্বামি যতনে, মাকড়ি দেখিলেই হয় তার নাকড়ি সার॥ রেলের পুল কয় বড় করে, গড়িয়ে আমায় যে জন পরে, কানটী ঘিরে যায় থাকতে পাই। তার মুখের করি কত শোভা, দেখিলে মুখ তার নবাব জাদা, সাধ্য কি আর অন্য দিকে চায়॥ এই রূপেতে যত মাকড়ী, কত্তে লাগিল দর্প ভারি, চিক আর চুপটী করে মুখটী বুজে রহিল। মাথার কাঁটা ঠোঁট কাটা, বলে ওরে মাকড়ী বেটা, আমি আছি খোঁপায় গাঁথা, বার হতে হইল॥

মাথার কাঁটা, বলে বেটা, মাকড়ী বেটা তুই। জানিস না যে আটকে বেণী আমি কাঁটা রই॥ বড়ই জবর, করিছ গুমর, বাহারতো তোর ভারি। ঠিক যেন একধার তোর মুসলমানের দাড়ি॥ একধার তোর তারের মতন কিনলমাত্র সাদা। এই বাহারে করিস্ গুমর ওরে হাবাম জাদা॥ জানিস্ না যে সোণার কা'ন বর্ত্তমান আছে। তার কাছেতে গুমর করা তোর কি রে সেজেছে॥ এই কথাটি শুনে মাকড়ী চুপটী করে রয়। বলে তোর সঙ্গে উত্তর করা উপযুক্ত নয়॥ কাঁটা বেটা বাড়িয়ে নেটা মাথা নেড়ে এল। অলঙ্কারের মধ্যে গণ্য

বালার উক্তি।

সকল গহনার মধ্যে বালার গুমর বড়। বালার কাছে গুমর করা খাটেনাকো কার॥ বালা বলে আমি যদি না থাকি জগতে। আমার শোভা কোন গহনা করতে পারে হাতে॥ নারকেলফুল লঙ্কলি তোমরা সবাই আছ। আমা ভিন্ন হাতে শোভা করতে কেও পেরেছ॥ বাঘমুখো ডাঙ্গরমুখো যার হাতে থাকি। বল দেখিরে সে নারীর চেহারাটি হয় কি। ডায়মন কাটা হয়ে যখন থাকি নারীর হাতে। তারে দেখে অন্য নারীর পানে কেও না দেখে॥ আমি বালা সকল হাতে ব্যবহার হই। বালার কাছে চালাকি রে কত্তে পারিস্ কেও॥ আশাশোটা আর একটা রকম বালা হয়। কুলনারী হাতে পরি দেশটা করে জয়॥ পুটেওয়ালা পাকদেওয়া বালা একটা আছে। তাকে পরি বৃদ্ধানারী যুবতী হয়েছে॥

নারিকেল ফুলের উক্তি।

বালার কথায় ভারি জ্বালা নারকেলফুলের হ'ল। ফুপি ফুপিয়ে কেঁদে অমি কহিতে লাগিল॥ ছোট বড় সকল হাতে থাক তুমি ভাই। আপনা আপনি বড়াই করা তোমার খাটে নাই॥ হাড়ী মুচি ডোম ডোকলা সকল হাতেই আছ। গোঁসাই ঠাকুর হয়ে গুমর করতে বসে গেছ॥ নারকেলফুল

এখন কিছু বলিব নাকো আর। উচিত কথা বলে দিব সময়ে আমার ।।

কঙ্কনের উক্তি।

কঙ্কন শুনিয়ে তখন,কর্‌তে লাগিল কতই রোদন, বলে বেদন আমাদের কে জান্‌বে। সেকেলে লোক যদি থাক্‌তো, মোদের বেদন জানতে পারতো, এখন কে আর মোদের কথা শুন্‌বে ।। এখন হয়েছে নূতন ব্যাপার,নূতন নূতন পরবার খাবার,পুরাতনের কিছুই শুমর নাই ।। এখন যে সব নূতন মনুষ্য, পুরাতনকে করে তুচ্ছ, নূতনকে করিয়ে উচ্চ, মত্তা সবাই ।। কালিয়ে কাবাব কোপ্তা খান, পরা হয়েছে পেন্টুলেন চাপকান, মেয়েদের পোশাক বিবিয়ানা। ইজের মোজা জুতা পায়ে, মেমের মত গাউন গায়ে, তারা আর কেও পরেনা গহনা ।। আর একটা কথা ব'ল মুক্তার,হয়েছে সাতনলি হীরার, হয়েছে হাতের বালা। রূপা সোনা গায়ে পরে না, এখন হয়েছে জড়য়া গয়না, চুন্নি পান্না আদি আর নিলা ।। চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতি কোথায়, সব রয়েছে গয়নায়, ভাগ্যবন্ত ললনায়, তাই ব্যবহার করে। কি বলবরে নারকেলফুল, জ্যোতি দেখিলে আমরা ব্যাকুল, ভাগ্যবন্ত নারীকুল তাই সকলে পরে ।। -

---

নঙ্গকলীর উক্তি ॥

এইরূপেতে কঙ্কন নারকেলফুলকে ভৎর্সন বিস্তর করিল । শুনে তখন নঙ্গকলি, বলে কঙ্কন কি বলিলি, আমরা সব চির-কালই আছিরে প্রবল ॥

বালার সাটে আমরা বটে হইরে সমতুল । মুড়কি মাদুলি নঙ্গকলি আর নারকেল ফুল ॥ বুড়ুটে গহনা তুই কেন্দে কেন মরিস্ । বুড়ো মেয়েদের হাতে এক দিন থাকতে তুই পারিস্ ॥ নবীনা নয়নে তোমায় দেখেনাকো আর ॥ দেশ ছেড়ে গেছো কেন এসেছ আবার ॥ অধুনা এদেশে এই হয়েছে রে রীতি । চুড়ির সাট বাউটীর সাট বালার সাট আদি ॥ এসব সাটেতে তুমি মিলেছ কখন । ভুড়মধ্যস্থালি কত্তে এলিরে কঙ্কন ॥ কেওনা পড়াগে কেওনা পরুগ তোর দায় কি লাগে । পরের ভাবনা ভেবে ভেবে মলিরে তুই কেন্দে ॥ আজকাল নঙ্গকলীর কত যে বাহার । বৃদ্ধাকে যুবতী করি হাতে থাকি যার ॥ নারকেল-ফুল যদি কেও পরে মোর উপরি । অত্যন্ত কুৎসিত হইলে হয় সে সুন্দরি ॥ যে দেশেতে এখন তুই আছিস্‌রে কঙ্কন । সেই দেশে কুৎসিত নারী কেহ যদি হন ॥ আমাদিগে লয়ে তার হাতে পরিয়ে দিস্ । কত শোভা হবে সবে দেখাব তুই দেখিস্ ॥ মণি মুক্তার অলঙ্কার হয়েছেরে বটে । তা বলে কি সোণা রূপার মান গেছে টুটে ॥ শোন দেখি কঙ্কন তোকে একটী কথা বলি । সোণা বই কিছুর নই আমি নঙ্গকলী ॥ মণি মুক্তার নইকো

আমি কেবল মাত্র সোণা। যে যুবতির হাতে থাকি হই তার মনোরমা॥ আর একটী মনের কথা তোমায় আমি কই। যুবতীর হাতে থাকি বৃদ্ধের হাতের নই॥

এই অবধি তোমায় আমি বলিলাম কঙ্কন। স্বস্থানে গমন কর যথা লয় মন॥

মুড়কিমাদুলিরউক্তি॥

কথা সুমধুর গুলি, বলিছে মুড়কী মাদুলী, কি বলিলি ওরে নঙ্গকলী। থাকিলে পরে বলিতে হয়, উচিত বলা মন্দ নয়, তুই কিরে আজ এত বড় হ'লি॥ আর কি কেও নাই গহনা, তাদের হতে কি শোভা হয় না, নলনা পরে না আর কি কারে, আম আছি মুড়কি মাদুলী, আমার কাছে কি বলিলি, নঙ্গকলী লজ্জা হয় না তোরে॥ আমার শোভার কি কারখানা, গাঁয় নক্সা কতো গুলা, দেখিলে চন্দ্রমা লজ্জা পায়। শোভার আভার বলিহারি, আঁধার ঘরকে আলো করি, তোরা কি কেও কত্তে পারিস্ বল দেখি আমায়॥ যেরূপ আমার গড়ন খানি, দেখলে পরে কতো ধনী, যতন করি পরিতে ইচ্ছা করে॥ জোগে জাগে যদি পেলে, নঙ্গকলী নারিকেলফুলে, টেনে ফেলে আগে আমায় পরে॥ আমি কিছু বড়াই করিনা, তোরাই কেন ভেবে দেখনা, সত্যকরে বলনা কেন ভাই। তেথরি গোখরি

করে, গেঁথে যখন হাতে পরে, কতো শোভে যুবতীরে বলনা তোরা তাই ॥ অতএব বলি শোন, তোরা একজন আমি একজন, পরস্পর বিবাদ এমন, কখন হয় নাই। যা হবার তাই হলো, একণে সব মিটে গেলো, মিছি মিছি কত গুলো কলহে কাজ নাই ॥

যবদানার উক্তি।

এদের সব শুনে কারখানা, যবাব দিচ্চে যবদানা, বলে কানা হয়েছ সবাই। চক্ষে কি কেও দেখতে পায়না, যমের স্বরূপ যবদানা, রইছি হেথা দেখেও দেখ নাই। মুড়কিমাছ্‌ল লক্‌কলি, তোরা সবাই যা বল্লি, মাপ পেলি আজ আমার কাছে তাই। বাউটি মহাশয় শুনিলে পরে, কি দশা আজ হতো তোদেররে, ভাবছি আমি কেবল সেই কথাই ॥ পূর্ব্বের কথা কি নাইরে শোনা, দিন কতকাল দমদমা, ছয় আট পাছা জুটে ছিল। তাদের হল দর্প ভারি, যত নারী তাই পরি, অন্য গহনা হাতের ফেলে দিল ॥ আমিই তার যোগাড় করে, তাড়িয়ে দিলাম দেশান্তরে, অন্তরে সে ভয় পেয়ে পলাল। আবার এলো এক রাবাশত, সে বেটারা এম্নি অশত, বড়ই জ্বালা আলাতে লাগিল ॥ তাহারে দেখিয়ে বাউটি, করলে এম্নি দাঁতে খামটি, অমনি বেটা ছুটে পলাইল। অতএব মুরকি

মাদুলি, শোনরে আমি বাছা বলি, আপন মান বাঁচিয়ে থাকা ভাল॥ মিছে দর্প করিস্ না, আমার কাছে মাপ পাবি না। দর্প করে খর্পরেতে পরিবি। বাউটির এখন বড় জুলুম দিয়ে রেখেছে কড়া হুকুম, আন্‌তে বলিলে বেঁধে তোর আনবি॥ তাই বলি মুড়কি মাদুলি, যে কথা গুলা এখন বল্লি, ঠিক যেনরে রূপের ডালী তুই। তোর দুধার সরু মধ্য মোটা, কিম্ভূত কিমে কারটা, দেখ্‌তে এম্নি রূপের ছটা নকসাদী সুধুই। আর কাকুইকে তুই চাস্ না, গহনার মধ্যে তুই গয়না, কথা গুলি বল্লি বড়ই সরু। তো হতে যদি সকলি হতো, অজাতে যদি যব মাড়িত, তবেই কে বে চ'ষ্টত বলনা গরু॥ সে এক দিন বলিতে পারি, আমরা এক একদিন হ'তে পারি, যবদানা মর্দানা আমাদের মত। তোদের ঘরে তুচ্ছ করে, যে আমাদের হাতে পরে, বল দেখি তার রূপটা দেখায় কত॥ এইরূপেতে আসফালনা, যবদানা আর মর্দানা, উভয়েতে করতে লাগল ভারি। পলাকাঁটি শুনিতে পেয়ে, চেয়ে রইল ভেলভেলিয়ে, বলে দুটা কথা বলিতে পারি॥

পলাকাঁটির উক্তি।

পলাকাঁটি পরিপাটি, বলছে কথা গুলি। যবদানা তোর জব্দ করে দিবরে এখনি॥ মর্দানা তোর মর্দানিটে ঘুচে থাকে

আজ। পলাকাটির কাছে শাস্তি পেতেরে অব্যাজ ॥ মণিমুক্তা প্রবালের বেড়েচে বাড় বড়। সোনা রূপার মান্য আর করেনা কেও বড় ॥ চিরকাল আছে তোরে আমাদের মান্য। যবদানা মর্দ্দানা কি রে মোদের কাছে গণ্য ॥ তো বেটাদের কথা শুনে ঘুরে গেছে মাথা। ঘুঁটে কুড়ুনির বেটার মুখে লাক তুঃচার কথা ॥ নাক কাটা বেহায়া বেটা কি বলিব রে আর। মর্দ্দানাকে গর্দ্দানাটা দিয়ে করব বার ॥ যবদানাকে বন্দ করে রাখবো কারাগারে। পৌঁছে যেমন ঘুরছে গিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ॥ কাঁটিপলা এত গুলা কৈল কথা যদি ॥ যবদানা মর্দ্দানা আর হলনা বিবাদি ॥

পৈঁচে বলে কৈচে বেটা বিপরীত কথা। পলাকাটির দুটা পাটি দাঁত হয়েছে হেথা ॥ পলাকাটী ছিলি মাটী আমাদের কাছে। দেশ ছেড়ে বিদেশে তোর ভেকটা বেড়ে গেছে ॥ অজ্ঞের মত জবর কথা কৈলি কতকগুলো। যবদানাকে বন্দ করে কয়েদ রাখা হলো ॥ মর্দ্দানা সে মর্দ্দ মিন্‌যে গর্দ্দানা তার দিলি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এইগুলা কি স্বপনে দেখিলিরা মধ্যা নাইকো ছেড়া চেটায় শুয়ে লোক থেকে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাজা হওয়া স্বপনে সে দেখে ॥ পলার প্রবল মান্য দেশান্তরে জানি। এদেশে কে পলা গেঁথে পরে গলায় শুনি ॥ মান্য হলে দেয় কি কারো জিজ্ঞাসিতি তাই। অজ্ঞ হতে হলে বড় ক্ষমতাটি চাই ॥ পৈঁচে পৈ ত্রক গয়না সকলেতে জানে। পলাকাটি কেবা তোরে গয়নার মধ্যে গণে ॥ নবীনা প্রবীনা আমার পরে

প্রমাদরে। পলাকাঁটি কোন প্রবীনা হাতে তোমায় পরে॥ এক্ষণে নবীনার হাতে থাকিতে বাঞ্ছা নাই। সেজন্য প্রবীনার হাতে থাকি সর্ব্বদাই॥ আর একটী পলাকাঁটি বলি মনের কথা। লোহা বেটার গর্ব্ব দেখে মনে পাই ব্যথা॥ যার পর নাই তার মান্য করে সিমন্তিনী। সেই দুঃখে দেশান্তরী হতেছি যে আমি॥ বাঁ হাতেতে থেকে বেটার মান্য মান কত। যত সিমন্তিনী তার কাছে অবনত॥ যতই গয়না কারেই চায়না কামিনি সকলে। তপস্যা করিছে সবে লোহা থাকুক বলে॥ লোহার আধিক্যতা আমি সইতে নারি আর। দেশান্তরী হব মনে করেছি বিচার॥

পঁচের কথা শুনে লোহা,বলে পৈঁচেবলি বাছা,আমি নষ্টরে গহনার মধ্যে। যে নারীর থাকি হাতে, সে নারিকে এ জগতে, সকলেই বলে থাকে সাধ্যে॥ আমি না থাকিলে পরে, তোসবারে কেবা চায়রে, আমি বিহনে বিধবা হয় নারী। পৈঁচে কইছে যে কথাটা, আমি ভিন্ন কোন বা বেটা সাধ্য আছে সধবা তায় করি॥ পৈঁচে বয়ে কত গুলো,বর্দ্দানিটে করে ভালো,মন দুখে দেশান্তরে চলিলো। সেই দুঃখেতে আমি যদি, ছইনারীর হস্ত ত্যাগী, তবিই তো তার বৈধব্য তা ঘটিলো॥ তাই বলি ওরে,পৈঁচে থাক বলে তোরে, কবা সাধবে চরণ দুটি ধরে। দেখ দেখিরে বিচার করে,নারীলোকে বাঞ্ছা করে, জন্ম জন্ম রাখিতে আমার করে॥ চিরকাল এই আছে প্রবাদ ললনাকে আশির্ব্বাদ যদি করে গুরুতরঃলোকে। বলে আর কিছু চাইনা, সুখে কর ঘরকন্না,জন্ম জন্ম লোহা গাছটি হাতে রেখে

থাকে॥ অতএব বলি সার, বাউটী আদি অলঙ্কার, থাকরে হয়ে আমার অনুগত। আমার মানে মান্য হবি, আমি থাক্‌লে থাকতে পাবি, এ কথাটী নহে অসঙ্গত॥

বাউটী থামটি কাটি, লোহার প্রতি এক দৃষ্টি, করে অগ্নি চাহিয়ে রহিল। বলে ওরে লোহার লোহা, তুই বেটা কি বেহায়া, হায়া পিত্ত সকলিই তোর গেল॥ বঙ্গভূমে কেবল তোরি, অঙ্গনাদের কাছে ভারি, বেড়েছে সম্মান। যত সব এওতিরে, যত্ন করে হাতে পরে, করিবারে স্বামীর কল্যাণ॥ বল দেখিরে একি ব্যাপার, হতে চাস তুই অলঙ্কার, এ অহঙ্কার কেন করতে চাস॥ যেথা যেথা আমরা থাকি, সেথা তোর থাকবার যো কি, দেখাতে পারি যদি দেখতে যাস॥ আমরা সব থাকি যথা, তোর মান্য সেথা কোথা, দেখাবি তা বল। চল যাই হাড়কাটা, সেথা তোরে মানে কেটা, আছে সেথা গণিকা মণ্ডল॥ চল যাই মেছোবাজার, সেথা মান্য কত আমার, দেখতে পাবি তাই। সেথাকার বেশ্যা সব, পরেছে গহনা সব, কেবলমাত্র তোরে পরে নাই॥ যাসত সোনাগাছি, সেথা মান তোর আছে বা কি, দেখাবি আমাকে। সেথাকার গণিকারা, সমস্ত গহনা পরা, কারো হাতে দেখি নাকো তোকে॥ আর এমন কত নারী, তোরে তারা ত্যাগ করি, আমাদের হাতে পরিয়াছে। কতকগুলি কুলনারী, যত্ন করি তোরে পরি, বঙ্গভূমে সধবা হয়েছে॥ তোরে আর কি বলবো লোহা, চুপ করে থাক হয়ে বোবা, নবাব হয়ে ক'সনে কথা আর। দেখতে

পাচ্ছিস বাউটি আমি, যত অলঙ্কারের স্বামী, আমার কাছে সাজে কোন গহনার অহঙ্কার॥ বাউটি লোহার যেসব কাণ্ড, বলা হ'ল সব তদন্ত, খান্ত হ'ল উভয়ে এখানে। লোহা রইল যথাস্থান, বাউটি তথা বর্ত্তমান, পরস্পর অভিমান চাননা কেও কার পানে॥

অনন্তর উক্তি।

অধুনা অনন্ত হল নূতন গহনা। তাবিচের তত্ত্ব আর কেহই করে না॥ তাবিচ ভাঙ্গিয়ে সব অনন্ত গড়ালো। বাহুমূলে বরাঙ্গনা সকলে পরিল॥ অনন্ত আহ্লাদে হয়ে পড়িল আট-খানা। কে আমার অলঙ্কার হবিরে তুলনা॥ তাবিচ জশম এয়া ছিল বাহুমূলে। দেখিয়ে পালালো আমায় বড় হাসি পেলে॥ আমার বাহার কত দেখিয়ে বাউটি। পড়ে আছে কেটে কাটা মুণ্ডের খামুটি॥ অনন্ত এঃ সছি আমি তদন্ত করিতে। সকল গহনার অন্ত হল আমা হতে॥ আমার দেখিয়ে যত গহনা পলা'ল। হেসে হেসে পেট আমার পাকিয়া উঠিল॥ জশম শমন জেনে দেখছে আমায়। পলায় অমনি ফিরে পেছু নাহি চায়॥ তাবিজের তত্ত্বজ্ঞান সকল গিয়াছে। জড় সড় হয়ে কোথা পড়িয়ে রয়েছে॥ বাজুটা বিবশে পড়ে

পেতেছে যন্ত্রণা। হাত বাজুনির খোজ খবর কিছুই মেলে না॥ নীচে হাতের গহনা আমার দেখে রূপ। কোন কথা নাই মুখে হয়ে আছে চুপ॥ আর এক ক্ষমতা আমার বড় দেখা যায়। বৃদ্ধা হাতে দিলে দেখায় যুবতীর প্রায়॥ আমার বাহা-রের কথা বলিবরে কাহায়। তুলনা দিবার তুল্য আছে কি কোথায়॥ বকুল কুলম ব্যাকুল হইয়া পড়েছে। পঁটের বাহার দেখে লুকায়ে রয়েছে॥ ডায়মন করিছে মন যুবতীর চুরি। যুবতী দেখিয়ে ইচ্ছা হাতে পরিবারি॥ নকসে বিকাশ যেন হয়েছে নলিনী। প্রমদা পরিতে ইচ্ছে দেখিয়া অমনি॥ অতএব অলঙ্কার বলি তোদের শোন। আমার কাছে গর্ব্ব তোদের করা অকারণ॥

জসমের উক্তি।

জশম শুনে জবর কথা, বলে বেটা কে রে হেথা, উড়ে এসে বসে গেলি জুড়ে। কোথা দেশ কোথা ঘর, ছলি একটা অর্ব্বাচীন, ঢাল তলোয়ার নাই আত্মারাম সর্দ্দার রে॥ আমি হচ্চি নিজে জশম, তোর মত কত শাসন, আনন্দ হয়েছে আমার কাছে। জশমেরে তুচ্ছ করে, এমন গয়না কে আছেরে, কোন যুবতী আমার পরা ত্যাগ করে ফেলেছে॥ তুই আমারে

বলি যা, রাগে পেকে উঠিল গা, শুনে তোর লম্বা লম্বা কথা।। কত স্তায়বাগীশ ন্যায়লঙ্কার, আমারা প্রধান অলঙ্কার, বলে, ব্যাখ্যা করেন সর্ব্বদা।। গর্ব্ব তোর এই কথাটা, কতকগুলা নক্‌সা কাটা গায়ে তোর আছে। খুঁটেটি তোর বকুল ফুল, একথা তোর বলাই ভুল, ফুলের তুল কি তাতে রয়েছে।। গাত্রে কুণ্ড যেমন হয়, সেইরূপ তোর গায়, তাতে একটা শোভা আবার হয়। কুষ্ঠরোগ যার গায়, সে বলুক আমায় প্রায়, সুন্দর নাই এ জগৎ ময়।। ডায়মনের তোর এমনি কিরণ, চন্দ্র সূর্য্য কোথায় রণ, এই কথা তোর বলা কি হ'ল ভাল। অনন্ত তুই অতি মূর্খ্য, কিজন্যে হয় কৃষ্ণপক্ষ, তখন তো ডায়মনের থাকে আলো।। আর এক কথা শোন আমারি, আমাকে গেঁথে করে দোথরি, নারীলোকে হাতে যদি পরে। তাবিজ অনন্ত কোথা থাকিস্, দেখলে প'রে হার মানিস্, আমার কাছে আসিতে নারিস কেওরে।। আটাশে ছেলে আমি নই, ছ পিটে আট পিটে হই, জান্‌বি কিরে তত্ত্ব আমার বল। তত্ত্ব যেনে যুবতীরে, যত্ন করে আমায় করে, রেখেছে রে তাই আছি বিকল।

তাবিজের উক্তি।

তাবিজ তখন বলছে জশম, যেসব কথা বল্লি। নুঁছিয়ে

থেকে উকিয়ে উঠে আমার দফা সারলি ॥ এমনি ঠেঁটা; তুই রে বেটা, ছুচ হয়ে পেঁচুলি। বড় মুখটা বাড়িয়ে এখন ফাল হয়ে বার হলি ॥ এলি যখন, খেলি কসম, তুই রে জশম আপনি। আমার কাছে থাকবি হয়ে পেটের ছেলে যেমনি ॥ সেসব কথা, রইল কোথা, ও বেটা বেইমান। হয়ে পড়িলি আমার চেয়ে অতি মান্যমান ॥ এম্নি তোমার রূপের ছটা, দেখতে একটা বীর। ঢাকের মত গড়নখানা গামর তোর শীর ॥ মুখ দুটি পরিপাটি যেন ঢাকের তলা। আমরে যাই নদের গোরা রমণীর মন ভোলা ॥

আমি তাবিজ তা বুঝেছিস্ বল্লেম যেসব কথা। তাবিজের হাত ছাড়িয়ে পলায়ে যাবি কোথা ॥ এ বাজারে শক্ত বড় থাকতো রে, গহনা। জশম রে তোর মতগয়না কেহই আর পরে না ॥ তাবিজের তত্ত্ব অনেক জানেরে ললনা। এখন রেখেছে হাতে ত্যাগ কেহ করে না ॥ পূর্ব্বেকার যে প্রকার ছিল গয়না পরা। দেখতে পাস এখন কি রে আছে সেই ধারা ॥ জামা জোড়া পরবার ধারা হয়ে পড়েছে তাই। রকম রকম পোষাক নারী পরে রে সবাই ॥ তাবিজ বাজু পরলে হাতে যেমন শোভা হয়। অনন্ত জশমে তত শোভ-নীয় নয় ॥

বাজু বল্লে তাবিজের বেশ হয়েছে উত্তর। এ নাহলে জব্দ হয় কি মুখ পোড়া বানর ॥ জশম তোর যশঃ কখন শুনিতো কাণে। তাবিজ বাজু গহনা এই সকল লোকে জানে ॥ জশম

যদি অবং দক্তি গয়না একটা হতো। নারীলোকে সবাই সুদ্ধ জশমই পরিত ॥ সুদ্ধ জশম কেও কি কখন পরে থাকে বল। শুধু বাজু শুধু তাবিজ পরেরে সকল ॥ বাজুর বড় আধিপত্য ছিল এজগতে। পুরুষ নারী সকলেতেই বাজু পরিত হাতে ॥ এখন কিছু কমে গেছে বাজুর সম্মান। চুড়ির আধিপত্য এখন দেখ্‌ছি বর্ত্তমান ॥

চুড়ীর ভারী বাড়িল মান, দেখা যাচ্চে বর্ত্তমান, বেড়ে যাচ্চে চুড়ীর অহঙ্কার। গহনার সর্ব্বপ্রধান, চুড়ী হল চতুরানন, দেখে হয় সব গয়না চমৎকার ॥ বাউটি বলে একি হ'ল, মুলুক শুদ্ধই চুড়ি গুল, পরে ফেলে যত নারীগণ। আমাকে আর কেহ চায় না, চুড়ী হল প্রধান গয়না; ছুড়ি বুড়ি সকলেই পরেছে এখন ॥

গালার চুড়ী, কাঁচের চুড়ী, রূপার চুড়ী, সোণার চুড়ী, চুড়ীর ভারি দল হলো এখন। দেশ সুদ্ধই চুড়ীময়। চুড়ী পরিলেই বাহার হয় পরে নারী সকল চুড়ী যার মন যেমন ॥ গৌরাঙ্গিনি যেসব নারী, সোণার চুড়ী হাতে পরি, কতো বাহার হয় তারি কি দিব তুলনা। গগনেতে তারাগণ, চন্দ্র দেবকে ঘিরে রণ, তাহতেও সুগঠন হাতের সুশোভন। কালো কোলো যেসব নারী, রূপার চুড়ী হাতে পরি, বাহার ভারি দেখা যায় তার কতো। তার তুলনা দিব কিসে, কালো জলে পদ্ম ভাসে, শোভাটি যেন হয় তারি মত ॥ শ্যামাঙ্গিনী যারা হন, কাঁচের চুড়ী পরেন যখন, মেঘে সৌদামিনি যেমন দেখায় সেই মত। গালার চুড়ী

রকম রকম, যে নারীকে মানায় যেমন, পরে সেই আপন মানান মত। চূড়ীর জবর কারখানা, রূপা সোণার যত গয়না, বলিছে আর থাকা হয় না দেশে। বাউটি বলে এই বেলাই, অগ্রে ভোরে আমি পলাই, আর থাকলে চুড়ীর জ্বালা সইতে হবে শেষে॥ যবদানা আর মরদানা, বলে এখানে আর রব না, যে দেশেতে চুড়ী থাকিবেনা, সেই দেশটায় যাই॥ বলিছে তখন মুড়কি মাদুলি, যবদানা তোরা যাবালি, এদেশে কি থাকতে আছে ভাই॥ এইরূপেতে যত গয়না, কত্তে লাগলো কান্নাকাটনা, অনিবারতো লোক মেনে না, বনে রোদন হলো। হাসতে লাগলো হাত মাদুলি, বলে তোরা খুব জব্দ হলি, মিছে কান্না কেঁদে মলি হতোভাগা গুলো॥

বাঁয়ড়ি ভারি বুদ্ধি করি বায়টির প্রতিরূপ। শাঁকা চুড়ী কভু এবং গয়নার মধ্যে নয়॥ চুড়ীর ভয়ে কোথায় যেয়ে থাকিবে বল ভাই। সকল দেশেই চুড়ী আছে কোথায় চুড়ী নাই॥ বালা বায়টি বাউড়ী পরে ভাগ্যবন্ত লোকে। বেওয়া বাজারী মাগী গুলো চুড়ী পরে থাকে॥ সোণার চুড়ী ভদ্র নারী সোণা বলে পরে। সোণা ফেলে গালার চুড়ী কেওকি পরে করে॥ গয়না অভাবে গালার চুড়ী করে ব্যবহার। মধু অভাবে গুড় যেমন আছেরে প্রচার॥ গয়নার মধ্যে ছোট বড় আছে বলি শোন। তোদের মধ্যে বায়ড়ী বড় আছি যে মন॥ সকল দেশে মান্য গণ্য ছোট বড় আছে। যেমন গাঁয়ের মধ্যে গেঁড়ো মোড়ল মান্যমান হয়েছে॥ গয়নার বড়

বাজুটী বায়টী আছে চিরকাল। মস্ত লোকের বড় যেমন হয় মহীপাল॥ বিরজাকে বড় যেমন কয় দেবলোকে। সব গয়না তেম্নি মান্য করিবিচর আমাকে। কণ্ঠমালা মোহনমালা গলার গয়না ছিলো। হার হয়ে বিরাগ সবার তাদের প্রতি হলো॥ গজরার শুমর দিন কত কাল বড়ই বেড়ে ছিলো। দেশ সুদ্ধ মেয়ে গুলো হাতে তাই পারিলো॥ তাড়াতাড়ী তাবিজ আমি কোথা হতে এসে। গজরা অম্নি পালাতে আর পায়নাকো দিশে। টাড় এম্নি টেড়া মেজাজ করে হাতে ছিলো। তারে দেখে গয়না সব কাঁপিয়া উঠিলো॥ আমি বাজুটী এসে ভারি করে ফেল্লাম জারি। আমায় দেখে কোথায় বেটা হলো দেশা-ন্তরি॥ মোহনমালা বলে মেলা করিস্‌নেকো জারি। বাজুটা একটা গয়নার মধ্যে আমারা কিরে ধরি॥ বালা পলা চুড়ী বায়টী পারলে পরে হাতে। তুই না হলে হাতের শোভা হয় না কিরে তাতে॥ এইরূপেতে গয়না গয়নায় বিবাদ বেড়ে গেলো। বিজ্ঞগণ কেও বিবাদ এদের মিটিয়ে দেন তো ভালো॥

সুর আলিয়া তাল কাওলি।

দিদি গহনা না হলে অঙ্গের শোভা নাই। কেমনে গয়না পাই। যদি হাতে পত্তে পেতাম বালা, ঘুচে যেতো মনের জ্বালা

লক্ষকলি কাঁটি পলা পরে মনের খেদ মিটাই। উপর হাতে পত্তে পেলে, অনন্ত তাবিচ বাজু হলে, পরে হতো আর ভালো হতো চিকটী পত্তে পেতাম গলায়, হারের কথা কাজকি বলায়, অভাগীর আক্ষেপে বালাই ভাগ্যে কি সব ঘটিবে ভাই।

চারগাছি মল পায়ে কিবল হবেগো, গোট চন্দ্রহার আবার কোমরে কি পরিবোগো, বল কে কিগো হয় কেমনে, নাকো নত আর মাকড়ী কাণে, আর কিছুতেই কাজ নাই বেনে নাক ছাবিটী কেবল চাই।

ঘোর কলির অনুবাদ।

সদানন্দ নিরানন্দ দুই ভেয়ে মহাদন্দ্ব সদানন্দ প্রীতি তখন নিরানন্দ কয়। ঘোর কলিকাল হলো, কি করি উপায় বল, কিছুতে আর নাহি দেখি শ্রয়॥ উল্টা পাল্টা জাতি বিত্ত, বামুন মুচির বিত্তে ভুক্ত, উত্যক্ত হয়েছি দেখে তাই। মুসলমানের হিন্দুয়ানি, হিন্দু জেতের মুসলমানি, ব্যবহারে আশক্ত বড় হতেছে সবাই॥ হয়ে উঠিল কি আবার, খাদ্যাখাদ্যের নাই বিচার, আচার প্রচার সব গেল। বাঙ্গালি ইংরাজ পাঠান, যে যার পান তারই খান, এবারেতেই একান্নব হ'ল॥ আর এক দেখি চমৎকার, হিন্দুর উপর সকলকার, আঘাত করিতে জাতি ব্রত। হিন্দু হচ্চেন মুসলমান, হিন্দুই হচ্চেন খ্রীষ্টান, হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট জন্ত সকলে প্রবৃত্ত॥ কলি কচ্চে কি কারখানা, পরস্পর সব যেতে ঘৃণা, ভদ্র রমণী দাসী কয়না, পরিচয় দেন যত্র! মিত্রকুলে জন্মে নারী, তিনি পরিচয় দেন ভারি, আমি হচ্চি থাকমণি

মিত্র ॥ কেহ বলছেন আমরা নাই, খেটের কর্ম্মী মোদের নাই, পুরুষানুক্রমে সবাই চাকরীজীবি হই। চাষা বলছে আমরা চাষা, আমাদের সব চাকরী পেশা, জাতিবৃত্তে মোদের আশা আছে আর কই ॥ যজন যাজন অধ্যায়ন, এই বৃত্তে ব্রাহ্মণ, চিরকাল আছে অনুরক্ত। এখন তারা সেসব ফেলে, ইংরাজি পড়ে তাদের ছেলে, হয়ে পরেছে চাকরীতে আশক্ত ।। ইংরাজি প্রবল হলো, জাতিবৃত্ত উঠে গেল, দেশের দুর্দ্দশা হল শেষে। কলিকালে হয় অনিষ্ট, অনেকেরই বৃত্ত ভ্রষ্ট, মর্মকষ্ট ভাবিছে তারা বসে ॥

কলু বলছে একি হ'লো, মোদেরও সব বৃত্তি গেল, হতে লাগলো কলে এখন তেল। ঘানিতে হতেছে ঘৃণা, তেল বেচে আর আসল হয় না, ব্যবসাটা যেন হয়ে পড়েছে শেল ॥ তাঁতি বলছে বল্লি ভালো, মোদের সব ব্যবসা গেল, কলের কাপড়ে মুলুক জুড়িল ভাই। তাঁত দিয়েছি জলে ফেলে, ইংরাজি পড়ুক ছেলে পিলে, তাহলে আর দুঃখ থাকবে নাই ।। ধোপা বলছে এ ভাল কথা, কাপড় কেচে মরা বৃথা, আগে জানলে কোন বাবেটা এবিদ্যা শিখিত। ইংরাজিটে আগে পড়ে, এলে, বিএ পাশ করে, ভাল একটা চাকরী করা যেতো ।। গয়লা বলে আগে যেজে, ইংরাজিটে পড়ি গিজে, যেতের বৃত্তির মুখে দিয়ে ছাই। দুধের ভাঁড় কান্ধে বয়ে, আজন্মটা গেল বয়ে, তবু ঘরে অন্ন জোটে নাই ॥ বৈদ্য বলেন বড়ই ঘৃণা, যেতের ব্যবসা আর চলে না, ডাক্তারের উপাসনা করছে এখন সব। আয়ুর্ব্ব-

কাল ডিপে বগলে, করে গেলাম রসাতলে, কিছুমাত্র হলোনা বৈভব।। এক্ষণে করেছি যুক্তি, ইংরাজি পড়ে ওকালতি, করতে সেটা অনায়াসে পারিব। চাপকান পেণ্টলুন মোজা পায়ে, শামলা পাকরি মাথায় দিয়ে, হাইকোর্টেতে যাতায়ত করিব। এইরূপেতে কুমর কামার, জাতিবৃত্তি কেহ কার, করিতে বাসনা আর নাই। ইংরাজিটে পড়িলে পরে, সকল দুঃখ যাবে দূরে, এই বাসনা করতেছে সবাই।।

সদানন্দ শোন রে বলি, এখন যেসব করচে কলি, কারে বলি কেবা দুঃখ শুনছে। যেসব দেখছি অমঙ্গল, মঙ্গলের ত কোন সম্বল, নাই এখন যে দুর্ঘটনা ঘটেছে।। ছিন্ন ভিন্ন হচ্চে দেশ, পরস্পর সব ধর্ম্মে দ্বেষ, এইবারেতে বুঝি শেষ, হয়ে সব পড়েছে। রোগে শোকে পাচ্চে কষ্ট, মনকষ্ট অর্থনষ্ট, শুভাদৃষ্ট কিছুতে না হচ্চে।। ভূমির ক্রমে বাড়চে কর, বলব আর কার গোচর, গোচর পর্য্যন্ত ধার্য্য কর। চাষার সুখ আর নাইকো চাষে, যে ধরেছে টেক রুসে, মাথায় হাত দিয়ে কাঁদচে বসে, হয়ে সব বর্ব্বর।। কলি যাই তোকে বলিহারি, মুটের বেটার মেজেষ্টারী, হাড়ুড়ের বেটা ধন্বন্তরী হয়। জাতিবৈদ্য বয়ে গেল, কায়স্থের কোটালি হলো, মালি লোকের রাজ হচ্চে কয়।। রাজার বেটার মাথায় মোট, মুটের বেটার রাজজোটক মান্য হচ্চে অসৎলোক ভারি। টোলের পণ্ডিত মূর্খ হন, মেছো মুচি বৈপায়ন, হয়ে করছেন বেদ বিধান জারি।। কেও মানেনা পিতা মাতার, ভার্য্যাকে দেখেন মোক্ষ সার, দুষ্প্রাপ্য

ভার্য্যার গণ্য হয়। রাঙকে যদি বলেন সোনা, ভার্য্যার কথা অবমাননা, না করে সব রাঙকে সোনাই কয়॥ পিতা মাতা হয়েছেন ত্যজ্য, ভার্য্যা হয়েছেন পরম পূজ্য, কিমাশ্চর্য্য বলব কি রে ভাই। জন্মদাতা মন্ত্রদাতা, এর চেয়েও মর্য্যাদাটা; সর্য্যা গুরুর করতেছে সবাই॥ গুরুর কথা কাণে শোনেনা স্ত্রীর কথা অবমাননা, কার সাধ্য করতে এখন পারে। মাতাকে দিয়ে যমের বাড়ী, স্ত্রীকে করে শিরোপরি, রাখ্‌তে এখন সবাই বাঞ্ছা করে॥

এখন যে সব ভারত সন্তান, গুরুজনকে মান্ত মান, না করে সব হেয় জ্ঞান করে। ভাল কথা যদি পিতা বলে, পুত্র অগ্নি রাগে জ্বলে, ইচ্ছা হয় দেয় জমের ঘরে॥ আবার একি দেখা যায় মেয়েদের পাগড়ী মাথায়, ইজার চাপকান গুলো পরা। বাঙ্গালি ইংরাজ নয়, ঘোট্‌টা যবন বলায় দায়, বল দেখি ভাই এরা সব কারা॥ এদের হিন্দুর নাই যযন যাযন, কেবা মোসলমানের মতন, ইংরাজ বা বলবো কেমন করে। গিরজাকে করে না গণ্য, হিন্দু ধর্ম্ম সব অমান্ত, কাছা খুলে নমাজ্ঞি কৈকরে। যদি বলি এরা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবের যা প্রকরণ কৈ এদের আছে। ফাঁকি দিয়ে সকল পক্ষে, কিবল হরিনামের ব্যাখ্যা, চোক বুজে সব কত্তে লেগে গেছে॥ চিত্ত এদের সদানন্দ, এরাই হরির ভক্ত বৃন্দ, হরি উপাসনা যখন এরা করে। জ্ঞান হয় করুনা নিধান, হয়ে আপনি মূর্ত্তিমান, দেখেটা যেন দিচ্চে এদের ঘরে তাই বলি তাই সদানন্দ; কলি কচ্চে যে সব কাণ্ড, শ্রাদ্ধ শান্তি সকল পণ্ড,

হলো। সেও বৈবক ভাট ভিখারি, অগ্রদানি আদি করি, সকলেতেই পেটের জ্বালায় মলো॥ পূজা পার্ব্বন যযন যাযন, ছিল দেশে যে সব নিয়ম, পরিবর্ত্তন সে সব হয়ে যাচ্চে। গুরু পুরোহিত অধ্যাপক, দেখে হচ্চেন আহাম্মক, কিসে চলে সংসার তাই ভেবে ভেবে মর্‌চে॥ লক্ষ্মী ষষ্ঠি পূজা আদি, নিত্য পূজার যে সব বিধি, করে সিদ্ধি পুরুতগুলার চলিত। এখন সেসব চুলায় গেছে, পুরুত বামুন কেঁদে মর্‌চে, সংসার চলায় উপায় তাদের কিছু আর নাইত॥ গুরুগিরির গান্ত ভারি, শিষ্যের কাছে জারিজুরি, আগে ভারি ব্রাহ্মণেরা কর্‌তো। এ বাজারে ডাল গলে না, শিষ্য কেও আর হতে চায় না, বার্ষিকের আদায় আর কিছুইমাত্র নাইতো॥

তাই বলিরে ঘোর কলি, ভারতের কি দশা কল্লি, পুরাবৃত্ত নষ্ট কর্‌লি তুই। জাতিবৃত্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম, ছিন্ন ভিন্ন এ ব্রহ্মাণ্ড, পূর্ব্বেকার কর্ম্ম কাণ্ড রাখিলি না কিছুই॥

শোন কলিরাজ বলি তোরে, দেশের দ্রব্য দেশান্তরে, বিদেশের দ্রব্য দেশে আন্‌সি। পশমিরে সমিকাঁচ কাপাসে, বোকা বানায়ে দিয়ে দেশে, টাকাকড়ী নিয়ে শেষে চল্লি॥ আচার ব্যবহার সব স্বতন্ত্র, হয়ে পড়িল বিলাতি তন্ত্র, দেশী বস্ত্র ব্যবহার কদাচন। করেসডাঙ্গার কাল্যাপেড়ে, নামটা ছিল দেশটা জুড়ে, এখন দেখে পাব্‌নাপেড়ে, করছে সে রোদন॥ কোকিলপেড়ের দেখে জ্যোতি, কেঁদে ম'লো সিমলার ধুতি, মত সব আড়ুঙ্গে তাঁতি, অবাক হয়ে রইল। বলে একি কাণ্ড

হবো, এত সস্তা কাপড় গুলো, কেমন করে জন্মাতে সব লাগল ॥ ঢাকাই বস্ত্র রইল ঢেকে, শান্তিপুরে ভ্রান্তি দেখে, রকম রকম বিলাতির পাড়। কাশি পেড়ে রেল পেড়ে, রকম রকম পাছা পেড়ে, কাপড়ের কি হয়েছে বাহার ॥ চন্দ্রকোণার সাদা ধুতি, পেড়ের ছিল বড়ই জোতি, রেলির থানের দেখে ভাতি, তারা লুকিয়ে গেল। আড়ঙ্গে ভোল মুণ্ডুকে, সেসব ভেল আর এখন চায় কে, বিলাতির মান্য এখন বড়ই বেড়ে গেল ॥ গর্ব্ব সরায়ে বেগমপুরে, চটুকে ছিল যেসব ডুরে, কটকেপেড়ে কোথায় তারা রইল। বরানগুরে ছিল গুমুরে, দেখে সে বিলাতি ডুরে, অভিমানে মগ্ন হয়ে রইল ॥ রকম রকম রঙ্গের ব্যাপার, এখন যেসব হয়েছে রেফার, দেশি গাত্র বস্ত্রের কে আর গুমর এখন আছে। বনাত পটু শাল দোশালা, খেসলুই রেজাই গুলা, সস্তাদরে বিকিয়ে সব যাচ্ছে ॥ কাশ্মীরি শাল করছে রোদন, বিলাতি ঠিক তারই মতন, দেখে বেদন মনে কত হচ্চে। বানারসিশাল চমৎকার, বড়ই বাহার হাঁসি যার, তারে কি আর কেহই নাই আর কচ্চে ॥ অনুসা শাল দোড়-দার, বড়ই বাহার দেখতে তার, ভদ্রলোকে ব্যবহার আগে তাই কত্তো। বিলাতি পেয়ে রকম রকম, করেনা কেও ওসব গ্রহণ, সস্তাদরে বিলাতী গ্রহণ করতে সবাই মত্ত ॥

জামা জুতা কাপড় উধারা, পেয়ে মুটে মজুর বেহারা, বাবু চেহারা হয়ে এদের শাড়িন। মুটে কুড়ুনির বেটা যিনি, তিনিও ছাড়ে ধুতি উড়ানি, কতকটা তার বাবু সাজা হল ॥ শাদের

বাজার সস্তা হয়ে গাড়য়ানদের সব শাল গায়ে, টপ্পা মেরে গাড়ীহাকিয়ে যাচে। ভারি যাচ্চে ভার লয়ে, সেও গায়ে শাল দিয়ে শালের বেহাল ক্রমে এতই হচ্চে ॥

বিলাতী জিনিষ সস্তা হয়ে, ভাবচেন যত বাবু ভেয়ে, পোষাক আমরা এদের চেয়ে করি কিসের তাইত। ভেবে ভেবে করলেন যুক্তি, ইংরাজি পোষাক করাই উচিত, এভিন্ন আর উপায় কিছুই নাইত ॥ একি আবার হয় কলিতে, ইংরাজ সাজতে বাঙ্গালিতে, সবারি বাসনা চিতে ভাই। পরিচ্ছদ আহার বিহার, ইংরাজি মত সকলকার, একি হয়ে উঠিল দেখতে পাই ॥ ইংরাজি জুতা মোজা পায়ে, পেণ্টুলেন পরা কোট গায়ে, মাথায় দিয়ে ইংলিস ফ্যাসান টুপি। পরিলে দেখায় এমনি রং; কতকটা বিলাতী ঢং, চেহারাটি হয় যেন ঠিক রূপি। চুরট মুখে নাকে চশমা, চল্লেন দেশী ইংরাজ শর্ম্মা, বাঙ্গালা কথা ভুলেও কন্ না ইংরাজি বিহনে। মাতাকে কাছে ডাকতে হলে, ডাঙ্গায় বম্ হিয়রে বলে, বাঙ্গালা কথা কোনকালে শোনে নাই যেন কাণে ॥ পূর্ব্বে একরূপ ছিল উপাধি, ন্যায়বাগীস আর তর্কনিধি, ন্যায়রত্ন আদি ন্যায়-লঙ্কার। এখন উপাধির বলিব কি, এলে বিএ এম ডি, বিএ বি এল আদি স্কোয়ার ॥ আহারের যা হচ্চে নিয়ম, ব'লব কত তার প্রকরণ, ইংরাজি ধরণ কাবাব কোপ্তা আদি। লুচী মোণ্ডা খেতে চান না, চিড়ে মুড়কির কথাই কন না, বাঙ্গালা খাবার প্রায়ই নাই বিধি ॥ বঙ্গাদি মান উঠে গেল, এলো বিএ

কুলীন হ'ল, রতি বিষ্ণু চেয়ে রইল ভাইরে। কায়স্থ কুলীন মিত্র ঘোষ, কুলের অধিকারী আর ঘোষ, এদের আর ত খোঁজ খবর নাইরে॥ পানকরা কুম্ভারীর ছেলে, রতিবিষ্ণু ঠেলে ফেলে, তাহারে কেও মেয়ে দিলে হাজার টাকা নেয়রে। বিএকে মেয়ের দিতে বিয়ে, সাত আট হাজার পোণ দিয়ে, কায়কেলে সে একটি বিয়ের ভিটে ভাটা যায় রে॥ ঘটিল আবার কি জঞ্জাল, খাদ্য দ্রব্যে সকলই ভাজাল, তেলের গন্ধে টিকতে নারি ভাইরে। তরকারিতে দিলে, তৈইল তৈলে, ভাজা দ্রব্য গুলি কার সাধ্য দুর্গন্ধে কেও খায়রে॥ উত্তম খাদ্য ঘৃত চিনি, তাতেও ভাজাল দিচ্ছে এমনি, শুনিলে যায় হিন্দুয়ানি, খাওয়া দূরে থাকরে। যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কাণ্ড, ঘৃতের দোষে সকলই পণ্ড, একি কাণ্ড হলো দেখ্তে পাইরে॥ আছেন যাঁরা কর্ত্তা পক্ষ, তাঁরা যদি করেন লক্ষ, কার সাধ্য ভাজাল এতে দেয়রে। করেন না তাঁরা মনোযোগ, খাদ্যে কুখাদ্য সংযোগ, অনায়াসে দেয় তারা কেও দেখে না রে॥ আর থাকেনা জাতিকুল, ক্রিয়া কর্ম্ম নির্ম্মূল, ভবার্ণবে কিসে কুল পাব। ভক্তি বিনা মুক্তি নাই, কারে ভক্তি ক'রব তাই, এই ভাবনা কতই আর ভাবিব॥

বল রে এখন দাঁড়াই কোথা, নিদ্রাগত সব দেবতা, মোক্ষদাতা কে আছে বল শুনি। [illegible] জীবে কষ্টে নাই, [illegible] রটে মোক্ষধাম, মার্জ্জনে মুক্তি বিধায়িনী॥ সপ্ত যোজন [illegible]কে, গঙ্গা গঙ্গা বলে ডেকে, সর্ব্ব পাপে মুক্ত জীব পেয়েছে ত্রিজু-

ধাম ॥ অন্তে আর কার করবোনা নাম, এমন গঙ্গা অন্তর্ধ্যান, কিসে পাই তাই বলরে পরিত্রাণ ॥ তাই বলি ভাই সদানন্দ, হতে লাগিল যেসব কাণ্ড, এ ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করা শ্রেয়রে। মনে ভেবে করেছি সার, নৈমিষারণ্যে তীর্থ সার, সেথায় কলির অধিকার নাইরে ॥ ষষ্টদশ হাজার ঋষি, যেখানে নিরন্ত বসি, হরি কথা দিবানিশি কয়রে। ত্যাগ করে এই স্থান, সেই স্থানেতে অবস্থান, হরি কথা শুনে যেন প্রাণ আমার যায়রে ॥

গীত।

সুর রামপ্রসাদি। তাল একতালা।

ওরে কলী যাই তোর বলিহারি। বসে করচো বড় মজা-দারি। হিন্দু যবন খ্রীষ্টান বামুন কচ্চে সকল একাকারি। ঐ যে পিতা পুত্র পরম শক্র প্রভেদ এমনি দিচ্চো করি। সত্যের মান্য কচ্চো হানি, অসত্যেরই মান্য ভারি, ঐ যে রাজার বেটার মাথায় মোট রে মুটের বেটার মেজেষ্টারি। তোরে ধত্তে পারলে খ্রীটাস রাজা, ভেঙ্গে দিত জারিজুরি, এমনি সাজা দিত কত্তো লোপরন্ধ্র গিরিশ জুরি ॥